ধামরাই শাখা, ঢাকা

একজন সফল নারী উদ্যোক্তার গল্প "মোসাঃ শিউলী আক্তার"

প্রকল্পের নামঃ রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন
প্রোপাইটরঃ মোসাঃ শিউলি আক্তার

সাত বছর তৈরী পোশাক শিল্পে চাকুরী শেষে হতাশায় জর্জরিত ও দারিদ্রে নিষ্পেষিত **মোসাঃ শিউলী আক্তার;** স্বামী- মোঃ নরকি খান, পিতা- মোঃ মিজানুর রহমান, বারিল্যা, রোয়াইল-১৮২২, ধামরাই, ঢাকা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ধামরাই শাখা থেকে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন নামে একটি ছোট টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেন। তৈরী পোশাক শিল্পে চাকুরীর অভিজ্ঞতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, মনোবল ও ধামরাই শাখা থেকে প্রাপ্ত জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণকে পুজি করে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন এবং একই সাথে সাফল্যের মুখ দেখতে থাকেন।

পরবর্তিতে পরিবারের সমর্থন নিয়ে বাবার জমি ব্যাংকে সহজামানত রেখে ২০/১২/২০১৭ তারিখে ধামরাই শাখা ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। উক্ত টাকা সঠিক ভাবে পরিশোধ করে পুনরায় ২৬/০৫/২০১৯ ধামরাই শাখা ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণ চলাকালে মোসাঃ শিউলী আক্তার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন ।

রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন এর পাশাপাশি একটি বড় মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন, তিনটি ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা এবং নিজের নামে জমি ক্রয় করেন। তিনি ০৪/১০/২০২১ তারিখে ধামরাই শাখা থেকে গৃহীত ২য় দফার ৩,০০,০০০/- টাকার ঋণ সঠিক ভাবে পরিশোধ করে পুনরায় ০৪/১০/২০২১ তারিখে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ধামরাই শাখা মোসাঃ শিউলী আক্তার এর সাফল্যের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত ।

হরিরামপুর শাখা, ঢাকা

'মৎস্য চাষে ভিডিপি সদস্য মিলা ও তার স্বামী মোঃ জামাল প্রামানিক এর সাফল্য গাথা'

জনাব মিলা, স্বামী মোঃ জামাল প্রামানিক, গ্রাম-উত্তর চাঁনপুর, পোঃ হেলাচিয়া, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হরিরামপুর শাখার সেন্টার নং ০৭/ম, সেন্টার নাম- উত্তর চাঁনপুর হতে ২৯/০১/২০০৮ তারিখে ২০,০০০/- টাকা মাত্র মৎস্য চাষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন, তার সামান্য মজা পুকুরে গৃহিত টাকার সদ্বব্যবহার করে তিনি সফল হন পরবর্তীতে ২য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এভাবে তিনি ৮ম দফা পর্যন্ত ৫০,০০০/- টাকা করে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন, এভাবে তিনি তার গৃহিত ঋণের সদ্বব্যবহার করায় তার স্বামী তার সামান্য মজা পুকুরকে (পাশের জমি) খনন করে বিশাল পুকুর করেন এবং মৎস্য চাষের প্রকল্প গ্রহন করেন। এই প্রকল্পে ৪/১০/২০১৫ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হরিরামপুর শাখা ৫,০০,০০০/- টাকা মাত্র মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য (তার স্বামীও একজন ভিডিপি সদস্য)। বিনিয়োগকৃত ঋণের সদ্বব্যবহার হওয়ায় আরও তিন দফায় সম পরিমান ঋণ গ্রহন করেন এবং ২৫/১১/২০১৮ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা এবং সর্বশেষ দফায় ২১/৬/২০২১ তারিখে ১,০০,০০০/- টাকা পাওয়ার টিলার ক্রয় এর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ(বিবি) গ্রহন করেন, যার বর্তমান ঋণ স্থিতি ৭৫,৭১০/- টাকা মাত্র। তার প্রকল্পের বর্তমান অবস্থায় এমন যে তিনি ০৩ জন লোকের কর্মসংস্থান করেছেন, বাড়িতে গরু ও ছাগলের খামার করেছেন এবং তার পরিবারে দুই মেয়ে, বড় মেয়েকে এসএসি পাশ করিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সরকারী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, অত্র শাখায় তার ও তার স্বামীর নামে ১,০০০/- টাকার এসডিপিএস চলমান, এসব সম্ভব হয়েছে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার কারনে। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি এতোটাই কৃতজ্ঞ যে, তিনি ব্যাংকের সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

কেরানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা

"ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে জীবনের গতি বদলে দিয়েছেন মোহনপুরের জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান"

ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার রুহিতপুর ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামের মৃত আব্দুল আলীর ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন সদস্য। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কেরাণীগঞ্জ শাখা, ঢাকা থেকে প্রথম দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২০১৩ সালে ০২ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ২য় দফায় ২০১৫ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। দুধ বিক্রি করে নিয়মিত ভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। তিনি ৩য় দফায় ২৭/১২/২০১৭ সালে গবাদী পশু ও গাভী পালন খাতে ৫.০০ লক্ষ ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ৪র্থ দফায় তিনি ০৩/১২/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের ৫% সুদে ২.৫ বছর মেয়াদে কৃষি ঋণ খাতে গাভী পালনের উদ্দেশ্যে ৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তাঁর ঋণ স্থিতি ছিল ৪,৬০,৩৬০/- টাকা। বর্তমানে তাঁর খামারে ০৮ টি দুধের গাভী ও ০৫ টি ষাঁড় গরু রয়েছে। উক্ত গাভীগুলি থেকে প্রতিদিন তিনি প্রায় ৮০-১০০ লিটার দুধ বিক্রি করেন। যার মাধ্যমে তিনি খামারের পরিচর্যা, সংসার পরিচালনা এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যয় বহন করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বর্তমানে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী।

জীবন কিভাবে বদলাতে হয় ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হয়, অত্র এলাকায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান একটি জ্বলন্ত উদাহরন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং গৃহীত ঋণ যথাযথ খাতে ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনি সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি যথাসময়ে ও স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কেরাণীগঞ্জ শাখা এবং অত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং অত্র ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

সাভার শাখা, ঢাকা

‘একজন নারী উদ্যোক্তা রাফিয়া তাহের এর ফার্মেসী ব্যবসায় সফলতা’

আমি মোসাঃ রাফিয়া তাহের, ঠিকানা- নয়া বাড়ী, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা। ২০০৮ সালের শেষের দিকের কথা, স্বামীর অল্প আয়ের সংসারে ২ মেয়ে আর ১ ছেলে নিয়ে বড়ই অভাবে দিন কাটতো আমার। এমন সময় পাশের বাড়ীর হাজেরা খালার কাছ থেকে শুনতে পেলাম সাভার উপজেলার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ের আয়োজনে গ্রামে মৌলিক প্রশিক্ষণ হবে। আমার ইচেছ হলো অংশ গ্রহন করতে কিন্তু শ্বাশুড়ি কোন ভাবেই অংশ গ্রহন করতে দিবেনা। তারপর শাশুড়ি মাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করলাম। আমি অংশ গ্রহন করলাম এবং প্রশিক্ষণ সফল ভাবে শেষ করলাম। এর মাঝে জানতে পারলাম আনসার -ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহজ ঋণের কথা। আমার আশা সঞ্চার হলো। ঠিক পরের দিনই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সাভার শাখায় যোগাযোগ করলাম এবং ম্যানেজার স্যার আমাকে জামানত বিহীন প্রথম দফায় ৩০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করলেন। অনেক দিন ধরেই ব্যবসা করবো বলে ভাবতেছি কিন্তু টাকার অভাবে তা আর হয়ে উঠেনা। এখন মনে হলো স্বপ্ন বুনার সুযোগ এলো, ব্যবসায়ের পরিকল্পনা আমাদের আগেই ঠিক করা ছিল। শুরু করলাম স্বামীসহ ঔষধের (ফার্মেসী) ব্যবসা।

ব্যবসায়ের প্রথম দিকটা খুব একটা ভালো ছিল না নতুন ব্যবসা পুজি কম, সংসারে অভাব, সন্তানদের লেখা পড়া, ব্যাংকের কিস্তি তারপরও হাল ছাড়িনি, ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী মাসিক কিস্তি পরিশোধ করলাম। পরের বছর আবার ২০০৯ সালে ২য় দফায় ৫০,০০০/- গ্রহন করলাম। এভাবে আমি ২০১০ সালে ৩য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ করি। ব্যবসায়ে আশার আলো দেখতে পাই। আমি ব্যবসায়ে আরো মনোযোগী হই, আর আয়ের কিছু অংশ আমার সংসারে ব্যয় করি। ২০১১ সালে আমি ৪র্থ দফায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ করে যথা নিয়মে পরিশোধ করি। ২০১৩ সালে এসে ৫ম দফায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করি এবং যথানিয়মে পরিশোধ করি। আমার ব্যবসা বড় হতে লাগলো। আমার ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া চালিয়ে যাচিছ। ষষ্ঠ দফায় ২০১৪ সালে ব্যবসাকে আরো বড় করে ব্যাংক থেকে ২,৫০,০০০/- টাকা, ২০১৮ সালে সপ্তম দফায় আবার ২,৫০,০০০/- টাকা, ২০২০ সালে এসে অষ্টম দফায় ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ে পরিশোধ করতে থাকি।

আমার ৩ সন্তানই শিক্ষিত, ২ জন অনার্স আর ১জন এসএসসি পাস করেছে। ছেলে আমার ব্যবসায়ের হাল ধরেছে। বতর্মানে ৩০ মাস মেয়াদে ৫,০০,০০০/- টাকা নিয়ে যথারীতি কিস্তি দিয়ে আসছি। ঋণের স্থিতি ৩০-০৬-২০২১ তারিখে ৩,৩২,৬৭৮/- । ব্যবসায়ের আয় হতে কিছু কিছু সঞ্চয় করে নিজের মত করে ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করে একটি ২তলা বাড়ী করেছি। আমার অভাবের সেই দিন গুলো মুছেছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহজ ঋণে, যা আমাকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বানাতে সহায়তা করেছে।